সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩০১

بسم الله الرحمن الرحيم

যদি আমার দিক থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করা হয়; তবে আমি কতই না নিকৃষ্ট কুরআন বহনকারী!" এগুলো এমন কিছু শব্দ, পাহাড়ও যার ভার বহনে অক্ষম। শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন মহান সাহাবি সালিম মাওলা আবু হুযাইফাহ রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহু। তিনি ঐ সমস্ত কারী সাহাবাদের একজন, যারা ইসলামী ইতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধ, ‘ইয়ামামার যুদ্ধে’ বিস্ময়কর বীরত্বের মাধ্যমে মুসাইলামাহ আল-কাযযাবের বাহিনীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ও পরাজিত করেছিলেন।

এই শব্দগুলো খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যুদ্ধের ময়দানে কারী ও আলেমদের ভূমিকা জানান দেয়। সে যুগে তারাই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলন করতেন ও সামনে থেকে এর নেতৃত্ব দিতেন। আর নববী যুগে তো নবী ﷺ নিজেই মুসলিমদের বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন এবং এর ঝাণ্ডা বহন করতেন। আর কেনই বা তিনি তা করবেন না? তিনিই তো সেই ব্যাক্তি যার উপর নাযিল হয়েছিল {হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে লড়াই করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।} [আত-তাওবা:৭৩]

নবী ﷺ বছরের কঠিনতম সময়ে পাথেয় স্বল্পতা, প্রচণ্ড গরম ও অত্যধিক দূরত্ব

সত্ত্বেও তাঁর শত্রুর সাথে মোলাকাতের জন্য আরবের একেবারে শেষ মাথায় তাবুক পর্যন্ত সফর করেছিলেন। যদি আমল ছাড়া শুধু তেলাওয়াত, তাজভীদ ও তা'লীম জিহাদের আয়াতসমূহের হক্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট হত, তাহলে নবী ﷺ নিজের উপর এ কঠিন সফরের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। এবং আবু আইয়্যুব আল-আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু কনস্টান্টিনোপলের পথে শত শত মাইল পাড়ি দেন। অবশেষে তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদেরকে অবরোধ করা অবস্থায় কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের কাছে মৃত্যু বরণ করেন। যদি আমল করা ছাড়াই জিহাদের আয়াতগুলোর হক্ব আদায় করা যেত, তবে তিনি এটি করতেন না। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আফ্রিকায় বিজয়ী অশ্বারোহী বাহিনীকে সাথে নিয়ে বারবারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এত বিশাল মরুভূমি পাড়ি দিতেন না। এর কারণ হলো: {যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন}। এর কারণ হলো: {তোমাদের উপর ক্বিতাল ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়}। এর কারণ হলো: {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদেরই হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন}। এর কারণ হলো: {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফিতনা (শির্ক ও কুফর) নির্মূল হয়}। এর কারণ হলো জিহাদের আয়াত সমূহ ও বিশ্বজগতের মালিকের আদেশ।

এই উম্মাহ অন্যান্য উম্মতসমূহকে ছাড়িয়ে যায়, যখন এর আলেমরা থাকেন বাহিনীর অগ্রভাগে ও নেতৃত্বের আসনে। তারা কুরআন-সুন্নাহ দেখে আমল করেন আর উম্মাহ তাদের দেখে আমল করে; তাদের কথার আগে তাদের কাজের অনুসরণ করে। এটিই একদল সত্যিকারের আল্লাহভীরু আলেমের দৃষ্টান্ত। এভাবে সবাই-ই কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হয়ে যায়।

অপরদিকে, এই উম্মাহর উপর ব্যাপক দুর্যোগ নেমে আসে, যখন উম্মাহর আলেমরা পথভ্রষ্ট হয় এবং পরিণত হয় তাগুতের গোলামে। তাগুত তাদেরকে ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং নিজেদের অপকর্ম ঢেকে রাখার জন্য। এই হলো নিকৃষ্ট আলেম-আবেদের দৃষ্টান্ত। ফলে মানুষ তাগুতের ইবাদত করতে শুরু করে, তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

সম্পাদকীয় সংখ্যা- ৩০১

আজকে উম্মাহর অবস্থা, তাগুতের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ এবং দ্বীন-দুনিয়ায় ফাসাদ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সন্তুষ্টি; একটি নির্মিত ভুল।এর সিংহভাগ পাপের বোঝা বহন করবে সত্যের ব্যাপারে নিশ্চুপ ''আলেম'' এবং হক্ব-বাতিলকে সংমিশ্রণকারী ''আলেম''রা। এরা সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়গুলো অস্পষ্ট করে রাখে এবং নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে ফিতনায় নিপতিত করে।

অথচ আমরা দেখি, খ্রিস্টান পাদ্রী, ইহুদি পন্ডিত ও রাফেদী মোল্লারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একেবারে প্রথম সারিতে থাকে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালায় এবং তাদের কাফির জনগনকে উৎসাহ যোগায়। যেমন- তাগুত ক্রুসেডার 'ফ্রান্সিস'। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত হওয়ার অপরাধে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোটের বিমান মসূল শহরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর সে রোম থেকে ইরাকে এসেছিল শুধুমাত্র মসুলের ধ্বংসাবশেষে উপর ক্রুশ উঁচু করার জন্য।

অন্যদিকে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কিছু দাবিদার দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এক তীব্র লড়াই শুরু করেছে। তাদের এ যুদ্ধ খিলাফাহর শার'ই বৈধতা বিনষ্ট করার জন্য। সেই খিলাফাহ, যার জন্য মুসলিমরা যুগের পর যুগ ধরে অপেক্ষা করেছে। কেননা খিলাফাহ ছাড়া উম্মাহর মধ্যকার বিভেদগুলোর অন্য কোনো সমাধান নেই। দাওলাতুল ইসলামের সাথে লড়াইয়ের জন্য তারা এর উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে। এমনকি তাদের আইনে ''হারাম'', এমন জিনিসও তারা ব্যবহার করেছে।

আজকের অধিকাংশ ইলমের দাবিদাররা এমন এক খিলাফাহ চায়, কাফিররা যার বিরুদ্ধে সমবেত হয় না, যার বিরুদ্ধে সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করে না। নবুওয়াতের খিলাফাহ যদি আসলে এমনই হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্বাবায় আনসারদের কাছ থেকে তাঁকে আরব-অনারব, সাদা-কালো, সবার থেকে রক্ষা করার বাইয়াত নিতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করেন। এসময় মুসান্না ইবনে হারেসা রাদ্বিআল্লাহু 'আনহু তাঁকে পারসীয়দের থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন তিনি তাকে বলেন, ''এই দ্বীন একমাত্র তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে, যারা একে সবদিক থেকে রক্ষা করবে''। যদি নবুয়তের খিলাফাহ আসলেই এইসব ইলমের দাবিদারদের প্রত্যাশার মতো

হতো, তাহলে নবী ﷺ সেদিন মুসান্না রাদ্বিআল্লাহু 'আনহুকে এ কথা বলতেন না।

উম্মাহর প্রতি একজন আলেমের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর নেই। এটিই ছিল এ উম্মাহর জন্য নবী ﷺ-এর ভয়। তিনি বলেছিলেন, ''আমি আমার উম্মাতের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি পথভ্রষ্টকারী ঈমামদের।'' তারা শরীয়তের নস ব্যবহার করে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারীদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করে! এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। পথভ্রষ্ট আলেম জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী। আর যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার দুঃসাহস করতে পারে, সে তো অন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেই।

সত্য প্রকাশ করা যখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন তার সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা এক জঘন্য অপরাধ। যদি এটি একটি গুরুতর অপরাধ না হত, তাহলে ঈলম গোপন করার শাস্তিও এতো গুরুতর হতো না। নিশ্চয়ই এর শাস্তি হলো [আল্লাহর] লানত। {মানুষের জন্য কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও যারা আমার নাযিলকৃত প্রমাণসমূহ ও দিক-নির্দেশনা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারীরাও তাদেরকে লানত করে।} [আল-বাকারা:১৫৯]

যদি আলেম আল্লাহর আযাব, তাঁর লানত ও তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলে তার কাছে তাগুতদের হুমকি-ধামকি ও শাস্তি একেবারেই হালকা মনে হতো। কেননা আল্লাহর লানত এসব থেকেও বেশি ভয়ংকর এবং তাঁর ক্রোধ এসব থেকেও বেশি গুরুতর। তাগুত কাউকে তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিবেন, কিন্তু আল্লাহ কাউকে তাড়িয়ে দিলে জাহান্নাম ব্যাতীত তার কোনো আশ্রয়স্থল নেই (নাউযুবিল্লাহ মিনহু)। নিশ্চয়ই আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের শিকল, পাঠ দানের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার চেয়েও অধিক গুরুতর এবং দুনিয়ার কারাগারের চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক। দুনিয়ার কারাগারে তো আল্লাহর সাথে নির্জনে সম্পর্ক গড়া যায়।

এবং তিনি যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করেন, তাহলে তার দৃষ্টিতে তাগুতকে একেবারে তুচ্ছ মনে হবে। ঠিক যেমন অবস্থা

হয়েছিল ঈমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহর। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আলী আল-আব্বাসীর সামনে দাঁড়িয়ে, এবং বনু উমাইয়ার রক্ত সম্পর্কে তার প্রশ্নের সম্মুখীন। তিনি বলেন, ‘‘আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে বললাম, ‘তাদের রক্ত (প্রবাহিত করা) তোমার জন্য হারাম’ ’’।

নবী ﷺ বলেছেন, ‘‘আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে একদলকে সম্মানিত করেন, এবং আরেকদলকে অপদস্থ করেন।’’ অতএব, সম্মান আল্লাহর নিকট, তাগুতদের নিকট নয়। কত আলেম বছরের পর বছর ধরে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পড়ে আছেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট ও সৃষ্টিজীবের নিকট তার মাকাম অনেক উঁচু। আর আরেকদল আছে তাদের তাগুতদের নিকট ‘‘বড় আলেম’’(কিবার আল-উলামা) খেতাবপ্রাপ্ত। ক্রুসেড-জোটের নেতারা তাদেরকে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে। কিন্তু আল্লাহর নিকট এরা ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ; যতক্ষণ না তারা তওবা করে।

তার জন্যও এখনো তওবা করার সুযোগ রয়েছে, যে ফতোয়া দিয়ে ক্রুসেড-জোটকে সহায়তা করেছে। যে ফতোয়ার কারণে বহু নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, প্রশান্ত সব ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। তবে শর্ত হলো, নিজের কৃতকর্মের সংশোধন করতে হবে এবং (সত্য) স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন: {তবে যারা তাওবা করেছে, নিজেদের কৃতকর্ম শুধরে নিয়েছে এবং (যে সত্য তারা গোপন করেছিল তা) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে; তাদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।} [আল-বাকারা:১৬০]

আলেমদের থেকে নেওয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, তারা তাদের ঈলম গোপন করবে না। অতঃপর পালানোর পথ কোথায়? একমাত্র প্রত্যাবর্তনস্থল তো আল্লাহর নিকটই। অতঃপর পালাবে কোথায়? আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা‘আলাই চূড়ান্ত বিচারক। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন যার কাছ থেকেই হিসাব চাওয়া হবে, সে-ই আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে, যার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের হিসাব নেওয়া হবে?! আমরা চাই এমন আলেম; যিনি জিহাদের প্রথম কাতারে থাকেন, মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেন, তাদের শার'ই সমস্যার সমাধান দেন এবং তাদেরকে (বিভ্রান্তি থেকে) রক্ষা

করেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ক্রুসেড যুদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন যেন ক্রুশের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান অনুযায়ী নিজেকে এ যুদ্ধের এক তীরে পরিণত করেন। আর খিলাফাহ ক্রুসেড-জোটের বিরুদ্ধে সারিসমূহকে একত্রিত করছে।এরা প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করছে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। উলামা, লেখক, যোদ্ধা, মিডিয়া সৈনিক ও তাদের সাহায্যকারীগণ; সবাই মিলে একটিমাত্র সারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে; যেন তারা এক সীসাঢালা প্রাচীর।} [আস-সাফ: ৪]

এবং পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।